তারিখ 23 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

সেশনজট কমাতেই ইডেনকে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবি

একমত নন শিক্ষকরা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

শতাব্দীপ্রাচীন বিদ্যাপীঠ রাজধানীর ইডেন সরকারি মহিলা কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেখতে চান প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রীরা। তারা এ দাবিতে নেমেছেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকরা অবশ্য এ দাবির সঙ্গে একমত নন।

কলেজের ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুঃসহ সেশনজট থেকে মুক্তি পেতেই তারা ইডেনকে বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে চান। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ে দেড় থেকে দু'বছরের সেশনজট রয়েছে। অপরদিকে, প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকদের বক্তব্য, ইডেন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রূপান্তর' করা হলে এখানে কর্মরত বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের প্রায় আড়াইশ' শিক্ষককে অন্যত্র চলে যেতে হবে। এর আগে ২০০৬ সালে রাজধানীর সরকারি জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হলে কলেজের ৪ শতাধিক শিক্ষককে বদলি করা হয়। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

সেশনজট কমাতেই ইডেনকে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

এই প্রক্রিয়ায় রাজধানীতে শিক্ষা ক্যাডারের পদ কমে যাবে বলে তারা মনে করেন।

আজিমপুরে অবস্থিত ইডেন সরকারি মহিলা কলেজ ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বা বাংলা প্রদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা পাওয়া প্রথম মহিলা কলেজ। ১৯৬৩ সালে কলেজটি বর্তমান ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত। কলেজের প্রশাসনিক শাখায় যোগাযোগ করে জানা গেছে, ইডেন কলেজে বর্তমান ২২টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়। আরও নতুন বিষয় শিগগিরই চালু হতে যাচ্ছে। এ মুহূর্তে কলেজে ৩৫ হাজার ছাত্রী পড়াশোনা করছেন।

জানা গেছে, ইডেন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবি ৫ বছর আগের। কিছুদিন আগে কলেজের এক অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাংসদ হাজি মো. সেলিম এ দাবি তোলেন। এর পরই ছাত্রীরা এ বিষয়ে আন্দোলনে নামেন।

কলেজের ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী রুবানা মাহমুদ সমকালকে বলেন, সেশনজটের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই ইডেন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের আন্দোলন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য যা যা দরকার, তার সবই আছে ইডেন কলেজে। কলেজের নিজস্ব ১৮ একর জমি রয়েছে। মেয়েদের ৬টি হোস্টেল রয়েছে। এখন শুধু দরকার সরকারি ঘোষণা। সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ও এ আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মোবিনা আক্তার শাহিনুর সমকালকে বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা (কনসেপ্ট) পৃথিবীর আর কোথাও নেই। একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারাদেশের ১৮ হাজার কলেজের অধিভুক্তি থাকবে- এটি সম্পূর্ণ অচল ধারণা। এমন ধারণার বাস্তবায়ন কেবল এদেশেই সম্ভব। তিনি বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইডেন কলেজের ৩৫ হাজার ছাত্রীর জীবন থেকে ২ বছর করে কেড়ে নিচ্ছে। সৃজনশীল প্রশ্নের যে পাঠদান পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয় চালু রেখেছে, কলেজগুলোর শিক্ষকরা সে বিষয়ে সুপ্রশিক্ষিত নন। আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা সমাজকর্ম বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মুক্তা বাড়ৈ বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হওয়ায় এ কলেজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন শেষ করতে সাত-আট বছর লেগে যায়। একই সঙ্গে এখানে উচ্চশিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

কলেজের সাধারণ ছাত্রীরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে তারা সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে নেমেছেন। গত সোমবার তারা কলেজের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। একই দাবিতে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি কলেজের সামনে বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকদের নিয়ে সংহতি সমাবেশ করবেন। ২ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কাছে গণস্বাক্ষরপত্র জমা দেবেন। একাধিক ছাত্রী সমকালকে বলেন, দেড় শতাব্দীর প্রাচীন এ কলেজের অবকাঠামো ও কার্যক্রম বিবেচনা করে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার দাবি রাখে।

কলেজের একাধিক শিক্ষক সমকালকে বলেন, তারা সরকারি চাকরি করেন। তাই আন্দোলনে নামতে পারছেন না। ছাত্রীদের দাবির সঙ্গে তারা একমত নন। এ জন্য তারা 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'র মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবাদ জানাবেন। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপ্না রাণী সাহা সমকালকে বলেন, ছাত্রীদের দাবির বিষয়টি তারা সরকারকে জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েও জানানো হয়েছে। শিক্ষকদের বিরোধিতার বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কলেজটি কেবলমাত্র ছাত্রীদের নয়। এটি শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী- সবার। কোনো বাহানায় আড়াইশ' শিক্ষকের পদ উড়ে চলে যাবে- তা হতে পারে না। এটা সরকারি কলেজ। তিনি বলেন, জগন্নাথ কলেজের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। তাই কিছুতেই কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় যোগাযোগ করে জানা গেছে, এ মুহূর্তে রাজধানীতে নতুন কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনা সরকারের নেই। মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ এক কর্মকর্তা জানান, ঢাকা শহরে ১০ বর্গকিলোমিটারের মধ্যেই চারটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আছে ৫২টির বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ ব্যাপারে সমকালকে বলেন, 'ছাত্রীদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। বিশ্ববিদ্যালয় করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের সেশনজটসহ অন্যান্য সমস্যা দূর করা। সে চেষ্টাই করা হচ্ছে।' তিনি এর বেশি কিছু বলতে রাজি হননি।